30 JUN 2016

প্রাথমিক শিক্ষাস্তর

শিশুদের গিনিপিগ বানাবেন না

প্রাথমিক শিক্ষাস্তর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার প্রক্রিয়া নিয়ে সিদ্ধান্তের জগাখিচুড়ি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কতটা অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলেছে, তা সহজেই অনুমেয়। ইতিমধ্যেই সংবাদ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা এর প্রতিফলন দেখতে পেয়েছি। গত ১৮ মে যেভাবে 'শিক্ষানীতি অনুযায়ী' চলতি বছর থেকেই প্রাথমিক শিক্ষাস্তর অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করার ঘোষণা দেওয়া হয়, মন্ত্রীদের পক্ষ থেকেও বলা হয় এবার থেকেই পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা উঠে যেতে পারে; আবার সোমবার মন্ত্রিসভা সে পরীক্ষা অব্যাহত রেখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নতুন করে প্রস্তাব পাঠাতে বলে তাতে সার্বিক প্রস্তুতিহীনতা ও শিশুদের প্রতি দায়িত্বহীনতা প্রকাশ পায়। ২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী পরের বছর থেকেই প্রাথমিক স্তর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার কথা ছিল। কিন্তু গত পাঁচ বছরে এ সংক্রান্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হতে দেখিনি আমরা। বুধবার সমকালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সারাদেশের প্রায় ৮০ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন করে তিনটি শ্রেণি খোলার কাজ এখনও শুরু হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষাস্তর অষ্টম শ্রেণি এবং মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা প্রয়োজন। কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়নে আন্তরিকতা ও উদ্যোগ কি যথাযথ আছে? আমরা দেখছি, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এই খাতে কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি। তাহলে নতুন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হবে কীভাবে? অর্থের পাশাপাশি নতুন করে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, জনবল, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি রয়েছে। শিক্ষা গবেষকরা সমকালের কাছে জানিয়েছেন, এসবের কিছুই এখনও সম্পন্ন হয়নি। অন্যদিকে প্রাথমিকের সমাপনীতে পাবলিক পরীক্ষার যৌক্তিকতা নিয়ে অভিভাবক ও শিক্ষা ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের প্রবল দ্বিমত রয়েছে। তা একবার প্রবর্তন, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের আগেই এ বছর থেকে বাদ দেওয়ার কথা বলা, আবার মন্ত্রিসভা থেকে চালু রাখার ঘোষণা ইত্যাদির মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের নিয়ে গিনিপিগের মতো পরীক্ষা চালানো হচ্ছে নাকি? বড়দের কাজের জন্য শিশুরা ভুক্তভোগী হলে তার চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কী আছে? এবার থেকেই পঞ্চমের সমাপনী বাদ দিলে বৃত্তির যে সমস্যা হবে তা স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া যায় কি-না তা ভেবে দেখা যেতে পারে শিশুদের যন্ত্রণা ও অনিশ্চয়তায় না রেখে। এটিসহ সব জট খোলা সম্ভব আমলাতন্ত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে শিশুদের প্রতি দায়িত্ববোধ নিয়ে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট যথার্থ বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে কাজ করলে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন একটি বিরাট কর্মযজ্ঞ, প্রস্তুতিহীন তাড়াহুড়ার বিষয় নয়।